RAM CHARITA

শ্রীরামচরিত।

শ্রীরাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

"রামস্য চরিতং সর্ব্বমাশ্চর্য্যং সম্যগীরিতং"

কলিকাতা।

সুধারাম ন্যায়রত্ন দ্বারা সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৭৬

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন মিত্র,

মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং
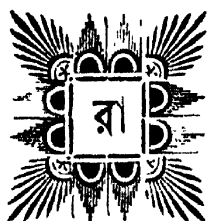
রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত আমি আপনার নামে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। বহুদিন আপনার সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া, এক ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হইয়া, আমি কোন কোন মহত্তর ব্যক্তি সত্ত্বেও মহাশয়ের নাম দ্বারা স্বকীয় পুস্তককে সুশোভিত করিতে মানস করিয়াছি। পরমেশ্বর আপনার মনকে যে সকল মহদ্গুণের আধার করিয়াছেন, তাহা আপনার মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। স্বদেশের পুরাবৃত্তচর্চ্চায় আপনার অনুরাগ সামান্য নহে: অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া আপনি মহাভারতের যে যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচারিত হইলে সকলে অবশ্য

চমৎকৃত হইবেন, এবং আপনাকে ধন্যবাদ করিবেন। পরমেশ্বরের নিকটে আমার একান্ত প্রার্থনা এই, যে তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে।

অতিবাধ্য

শ্রীরাখালদাস হালদার।

খিদিরপুর, ১লা ভাদ্র, ১৭৭৬।

বিজ্ঞাপন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বরাহনগর-বঙ্গভাষানু-
শীলনী সভার নিমিত্ত "ভারতবর্ষীয়
পুরাবৃত্তের পর্য্যালোচনা" নামে এক
প্রস্তাব ক্রমিক লেখা যায়*; রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত
তাহারই অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। রামচন্দ্র সেই সকল মহাত্মা-
দিগের মধ্যে এক জন, যাঁহারদের জীবনচরিত রচনা
করা পণ্ডিতেরা শ্লাঘার বিষয় বোধ করেন—যাহারদের
সদুপদেশপূর্ণচরিত্র পাঠ করিয়া সারগ্রাহি লোকেরা
কৃতার্থম্মন্য হয়েন। শ্রীরামের জীবনবৃত্ত বিষয়ে
নানাভাষায় নানা গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ভারতের
মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল,
প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে রামচন্দ্রের কীর্ত্তি
বর্ণন করিয়া আপনারদের লেখনীর সার্থকতা সম্পাদন
করিয়াছেন। তাঁহার এত জীবনবৃত্তান্ত সত্ত্বে যে আমি

---

* অনেক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত উক্ত প্রস্তাব
শেষ করা হয় নাই।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহাব কতিপয় কারণ পাঠকবৃন্দকে অবগত করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিতেছি যে ইউরোপে প্রাচীন কালে যে সকল ব্যক্তি কীর্ত্তি লাভ করেন, তাঁহারদের শত শত জীবনচরিত সত্ত্বেও এক্ষণে অনেকে লিখিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ। রামচন্দ্রের যত জীবনবৃত্তান্ত আছে, সমস্তই কাব্যের ন্যায় রচিত; যথার্থরূপে কেহই লেখেন নাই; এই অভাবকে দূর করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ। শুভাভিপ্রায় করিয়া আমি ইহা রচনা করিয়াছি।

যদিও রামের প্রত্যেক কার্য্য এই পুস্তকে সঙ্কলিত হয় নাই বটে, কিন্তু, বোধ করি, কোন সত্য এবং উপদেশজনক বিষয়কে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা যায় নাই। যদিস্যাৎ কোন কোন পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতিসামান্য পরিমাণেও উপকার বোধ করেন, তবে আমার যত্নকে সফল বোধ করিব।

র., চ., ঘ.।

খিদিরপুর, ১ লা ভাদ্র, ১৭৭৬ শক।

শ্রীরামচরিত।

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্যসম্পন্ন নাম এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়-রূপে মুদ্রিত আছে; তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক কত শত কবি অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কি এক দেবোচিত অসাধারণকার্য্যদ্বারা তিনি আমারদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। কোন স্বর্গোপযুক্ত-পদার্থপূর্ণ অক্ষয়শীল ভাণ্ডাগার সহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারি সহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের বারম্বার পর্য্যালোচনা করিয়াছে; তথাপি এখন ও তাহা আনন্দকর নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থতই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবননৃপতি সিকন্দর যদি এক জন প্রশংস্য যোদ্ধা হয়েন; নেপোলিওনের দিগ্বি-জয় সময়ে ইউরোপীয় লোকদিগকে যথাকথঞ্চিদ্রূপে সাহায্য করিয়া মস্কোবিপতি আলেকজাণ্ডর যদি "ইউ-রোপের পরিত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন; তবে আ-

মারদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশের—এই বৃহত্তম ভারত রাজ্যের—অতীব অধমাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যসুখ সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের এক আশ্চর্য্য অতুল্য প্রায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে এতদ্দেশের স্বভাবতঃ অত্যুক্তি-প্রিয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিবার যদি কুত্রাপি কোন প্রকারে বিধি থাকে, তবে রামচন্দ্র অবশ্যই সেই উপাধির উপযুক্ত। তাঁহার গুণের তুলনাস্থল কি দুর্লভ! তিনি গৃহ মধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃৎ, এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতি পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাতসম্পন্ন সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গহইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জন করিতেন, এবং অমিততেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ি শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেই রূপ যশোভাজন হইতেন। সিকন্দর, বোনাপার্ত্তি, এবং সুইদেনের দ্বাদশ চার্ল্‌সের ন্যায় তিনি যদি দেশ জয় মাত্রকে আপনার অভিসন্ধি করিতেন, তবে এক্ষণে তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে আমারদের অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা কদাপি হইত না। বস্তুতঃ যে সকল ব্যক্তি জনসমাজে সৌজন্যমূল্যে ব্যর্থ গৌরব মাত্র ক্রয় করিবার লালসায় যুদ্ধ বিগ্রহাদি উৎপাত সৃজন করেন, তাঁহারা কদাপি আমারদের শুভকারী নহেন; তাঁহারা মনুষ্যের

উপদেশ পথের কন্টক স্বরূপ; তাঁহারদের চরিত্র সর্ব্বথা দুষণীয়। কিন্তু প্রত্যুত আততায়ি নিবারণার্থে—আত্ম-রক্ষার্থে—স্বদেশের মঙ্গল সম্পাদনার্থে—যাহারা যুদ্ধব্রতে ব্রতী হয়েন, তাঁহারদের কার্য্যকে দুষ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণি মধ্যে গণনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব-দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইবে।

—00—

প্রথমতঃ রামচন্দ্রের জন্মকালীন ভারতবর্ষের কীদৃশী অবস্থা ছিল, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ পৃথিবীপূজ্য সূর্য্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তিনি শরযূতীরস্থা লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে ভারত বর্ষে অপর বহু নৃপতি সত্ত্বেও বংশমর্য্যাদা হেতু তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। কিন্তু তিনি এক জন কাম-ভোগপ্রিয় ব্যসনাসক্ত পুরুষ ছিলেন; কোন মতেই রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি কৌশল্যা, কেকয়ী, এবং সুমিত্রা নাম্নী রাজকুমারীত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন, এবং অন্যূন পঞ্চাশদধিক সপ্তশত রমণীকে উপ-পত্নী রাখিয়াছিলেন; ইহারদিগকে লইয়াই তিনি নিরন্তর অন্তঃপুর মধ্যে কাল যাপন করিতেন, রাজ কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। যদিও এ বিষয়ে ইদা-নীন্তন কোন কোন হিন্দু নৃপতির নিকট দশরথের পরা-

শ্রয় স্বীকার আছে,* তথাপি সাত শত পঞ্চাশ স্ত্রীকে গ্রহণ করাও যে জগদীশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ বিগর্হিত কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক, যৎকালে তিনি অভিহিতপ্রকারে কামিনীগণ সঙ্গে ক্রীড়াকুতুহলে কাল হরণ করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ মধ্যে মহা মহা রাজবিপ্লব সকল উপস্থিত হইতেছিলা। কেবল আন্তরিককলহের দ্বারা এ সমস্ত ব্যাপারের সূত্রপাত হয় নাই; কিন্তু বিদেশীয় কোন পরাক্রান্ত রাজার প্রভাব ও ভারত রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। বিপদের সময় দুর্গতি চতুর্দ্দিক্ হইতে উপস্থিত হয়। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের আর আর অংশে রাজসিংহাসনারূঢ় ছিলেন, সময় দোষে তাঁহারাও দশরথের ন্যায় অন্যায্যসুখাসক্ত হইয়াছিলেন। তৎ সময়ে এই বৃহদ্দেশ কি দুর্দ্দশায় পতিত হয়! বোধ হইতেছে, যখন মাহমুদশাহ ভারতবর্ষের ধনাপহরণ করেন, প্রস্তাবিত সময়ের উপমা তাহারই সহিত উপযুক্ত। আর্য্য লোকেরা আপনারদের দুর্ভাগ্য আপনারাই সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনারদের মধ্যে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পরস্পর—তুমুল বিবাদ আরব্ধ

---

* যথা, রাজা মানসিংহের ১৫০০ উপপত্নী ছিল।

† কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, যে একদা রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হইলে দশরথ শনির নিকট গমন করেন, এবং শনির দৃষ্টি প্রযুক্ত আকাশহইতে পতৎমান্ হইয়াছিলেন; মধ্যপথে জটায়ু পক্ষী তাঁহাকে আশ্রয় দেয়। এই রূপকের তাৎপর্য্য পশ্চাৎ ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে।

করিলেন; ইহাতে দেশের অমঙ্গল হইবার অসম্ভাবনা কি? তাঁহারদের বিবাদের কারণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে;—ব্রাহ্মণেরা বহুকালাবধি ধর্ম্ম বিষয়ে লোকদিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা মনুষ্যের নিকট অপব্যবহৃত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে বিলক্ষণ অত্যাচাররত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত লোক তাঁহারদের নিকট নতমস্তক থাকুক, শ্রমগাত্রোপজীবী লোকেরা সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহারদের লোভানলকে চরিতার্থ করুক, এরূপ অভিলাষ তাঁহারদের এক প্রকার সংস্কার সিদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা অন্যান্য লোকের পূর্ব্বেই এই অভিসন্ধির মর্ম্মোদ্‌ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হেতু ক্ষত্রিয়দিগের ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে; ফলতঃ যে কোন অভিপ্রায়ে হউক, ক্ষত্রিয়েরা মহাবিবাদের সূত্রপাত করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও তখন দুর্ব্বল ছিলেন না; তাঁহারা বশিষ্ঠ, পরশুরাম প্রভৃতি সংগ্রামপ্রিয় ব্রাহ্মণের অধীনে ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী কখন বা পরাজিত হইয়াছিলেন। এবম্প্রকারে এতদ্দেশে আন্তরিকবিরোধের সৃষ্টি হয়। পুরাণে এতদ্ব্যাপারকে দুরূহ রূপকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন*।

---

* পুরাণে লিখিত আছে, যে একদা হৈহয় দেশের অধিপতি যদুবংশীয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, জমদগ্নি নামক ব্রাহ্মণের গৃহহইতে গোবৎস অপহরণ করাতে জমদগ্নি

এক দিকে এই সকল আন্তরিককলহের দ্বারা এতদ্রাজ্যের ভূয়সী অনিষ্টসংঘটনা হইতেছিল; অন্য দিকে এক বিদেশীয় রাজা ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষকে অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাবণের শৌর্য্যবীর্য্য এতদ্দেশীয় প্রায় সমস্ত লোকেই শ্রুত আছেন। তিনি সমুদ্রপরিবেষ্টিত সেই অপূর্ব্ব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, যাহা 'আদি কবি' কর্ত্তৃক "স্বর্ণময়ী লঙ্কা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সুপ্রসারিত শস্য

তনয় পরশুরাম তাহার প্রাণ সংহার করেন; কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা বৈরনির্য্যাতনার্থ জমদগ্নিকে বিনষ্ট করিলেন; অপিচ পরশুরাম ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ়হইয়া বহুভাগে সিদ্ধাভীষ্ট হইলেন। কিন্তু গাভী বত্সাপহরণ মাত্র যে এই মহারাজবিপ্লবের হেতু; ইহা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। পৌরাণিক মতে ইহার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য থাকাই সম্ভব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের বিবাদ বিষয়ে আর এক আখ্যান প্রচলিত আছে, যে জমদগ্নির মাতুল বিশ্বামিত্র সূর্য্যবংশপুরোহিত বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারদের মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণের গাভী হরণ মাত্রই কেন এই সমস্ত কলহের কারণ হইতেছে? আমারদের বোধ হয় যে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে আধিপত্য গাভী বৎস শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদনুসারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত হইতেছে।

ক্ষেত্র, শ্যামলবর্ণসমন্বিত বৃক্ষশ্রেণি, বহুপশুসমাকীর্ণ গহন কানন, সমুচ্চতরুমুকুটিত পর্ব্বত নিচয়, নির্ম্মল জলতরঙ্গিণী প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত—সুবর্ণ, পদ্মরাগ, গোমেদক প্রভৃতি প্রচুর বহুমূল্য রত্নদ্বারা পরিপূরিত, লঙ্কা দ্বীপ তাদৃশী উপাধিরই উপযুক্ত বটে*; রাবণ এই বিচিত্র সুখধামের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার শারীরিক বলের সহিত মানসিক বলের সৌসাদৃশ্য ছিল। সিকন্দর, হানিবল্, নেপোলিওন্ প্রভৃতি বীরদিগের সহিত তাঁহার বীরত্ব তুলনা করিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি বর্ত্তমান্ ইংরেজদের ন্যায় রাজকৌশল প্রকাশ করিতেন। যেমন পঞ্চনদেশ্বর রণজিত সিংহের প্রাদুর্ভাবকালে ইংরেজেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; কিন্তু তাঁহার অবিদ্যমানতায় শিখ্দিগের গৃহ মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা মধ্যহইতে পঞ্জাবের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন; তেমন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ইতরেতর সংগ্রাম দ্বারা ভারতবর্ষের অতীব দুরবস্থা উপস্থিত হইল, তখন রাবণ রাজা এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইহার অনেক অংশকেই এক প্রকার নির্ব্বিবাদে করতলস্থ করিতে সমর্থ হইলেন।

---

* বোধ করি, লঙ্কা ও সিংহল (শীলন) নাম যে এক দ্বীপেরই প্রতিপাদক, ইহা এক্ষণে প্রদর্শন করা বাহুল্য। ইহা গ্রীক্দের গ্রন্থে টাপ্রুরাবণ ও আরবদের গ্রন্থে সরন্দীব নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রমাণ আছে যে এই ক্ষণকার অপেক্ষা লঙ্কার আয়তন পূর্ব্বে অধিক ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা সময় ক্রমে আপনারদের অবিবেচনার ফল প্রতীত হইলেন। স্বজাতির মধ্যে বিবাদ প্রযুক্ত দেশের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ইহা দেখিয়া ঐকপরামর্শের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। যদিও তাঁহারা তখন সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জন দিলেন, তথাপি সর্ব্বোপরি সেনাপতি হইয়া রাবণের সমকক্ষতা করিতে পারেন এমত কোন নৃপতি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান্ ছিলেন না; তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখে অভিভুত হইয়া পৌরুষহীন হইয়া ছিলেন। পরন্তু, বিপত্তিসূদন পরমেশ্বরের এমনি মঙ্গল-ময় নিয়ম যে সেই বিষম সঙ্কট সময়ে মহাত্মা রামচন্দ্র আবির্ভূত হওত জন্মভুমির দুঃখ মোচন করিয়া আর্য্য নামের গৌরব রক্ষা করিলেন।

——oo——

দশরথের জ্যেষ্ঠা পত্নী কৌশল্যাগর্ব্ভে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়*; তাঁহার জন্মকালীন বিবরণ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবি কর্ত্তৃক বিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"অযোধ্যায় জন্ম যদি নিল নারায়ণ।
লঙ্কায় অমঙ্গল দেখে লঙ্কার রাবণ॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
দশ মুকুট খসে তার পড়ে ভুমি তলে॥

---

* চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

দশ মুখে হায় হায় করে দশানন*।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ?”

কৃত্তিবাস।

রামচন্দ্র যথোপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। বোধ হইতেছে যে তিনি ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বেদ, এবং অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যে এক জন মহৎ মনুষ্য হইবেন, রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যৌবনে প্রবেশ করিতে না করিতে তাঁহার বীর্য্য প্রদর্শনের বিলক্ষণ অবকাশ সমাগত হইল।

একদা মৈথিল রাজ্যে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন; কিন্তু অবৈদিক অসভ্য লোক সকল, যাহারা বাল্মীকি কর্ত্তৃক ‘রাক্ষস†’ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহারদের দৌরাত্ম্যে অভিহিত শুভকার্য্য সমাধা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। মুনিরা ইহার প্রতি-

---

* কবিরা রাবণকে দশানন নাম দিয়াছেন; মনুষ্যের দশমুণ্ড হওয়া সম্ভব নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ উক্ত নাম প্রদান দ্বারা রাবণকে বহু নৃপতি এবং বীরের সমান বলা অভিপ্রায়।

† অদ্যাপি যাঁহারদের রাক্ষসদিগকে মনুষ্যাতিরিক্ত প্রাণি বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ৫৬ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখিবেন।

বিধানার্থ দশরথ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিলেন; তদনুসারে বিশ্বামিত্র মুনি ধনুর্ব্বেদবিশারদ শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন জন্য অযোধ্যা পুরীতে গমন করিলেন। দশরথ প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; কিন্তু বিশ্বামিত্রের পৌনঃপুনঃ অনুরোধে রাম এবং তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যাইতে দিলেন। বাল্মীকি লেখেন যে শ্রীরাম পথি মধ্যে তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে নিপাত করেন। কিন্তু তাড়কা রাক্ষসীর তাৎপর্য্য কি? অযোধ্যা এবং মিথিলার মধ্যে এক ক্ষমতাশালিনী অবৈদিকা রমণীর অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমরা সমর্থ নহি। কল্পনারাজ্ঞীর অধিকারের ইয়ত্তা নাই; তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যে মানব-দৈত্য, সঙ্গীতনিপুণ বানর, উড্ডীয়মান্ পর্ব্বত, বাগ্বিদ্যাবিশারদ বৃক্ষ প্রভৃতি কত প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়; অতএব কল্পনাধিকৃত জগতের অন্তর্ভুত পদার্থকে সর্ব্বথা এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বস্থিত বস্তুর সহিত ঐক্য করা সুদুরপরাহত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তাড়কা বিষয়ে আমরা এক্ষণে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। তাড়কাবধানন্তর রামচন্দ্র যথাকালে মুনিদিগের তপোবনে উপনীত হইলেন; এবং অনায়াসে অসভ্য লোকদিগকে পরাজয় করিলেন। তখন ঋষিদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মিল না। শ্রীরামচন্দ্র এই রূপে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার যশঃ সৌরভ সমস্ত মিথিলা রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইল।

তৎকালে শিরোধ্বজ নামক রাজর্ষি মিথিলার অধিপতি ছিলেন; তিনি ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি * হইতে অধোধঃক্রমে ত্রয়োবিংশতিতম পুরুষ। শিরোধ্বজের সীতা নাম্নী এক বরাঙ্গরূপোপেতা দুহিতা ছিল। তিনি তাৎকালিক রাজাদের বিশেষ প্রথানুসারে এক ধনু রক্ষা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে যে ব্যক্তি সেই শরাসনকে টঙ্কার দিয়া ভগ্ন কবিতে সমর্থ হইবে, সে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। অনেক যুদ্ধসমর্থ রাজা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন নাই; তখন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তদ্বিষয়ে উদ্যুক্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরাম স্বভাবতঃ যেরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য অসাধ্য ছিল না। তিনি বিশ্বা-

---

* কথিত আছে যে নিমিরাজার মৃত শরীর সুগন্ধি তৈল ও সর্জ্জরসদ্বারা অবিরক্ষিত হইয়াছিল; অতএব বোধ হইতেছে যে আর্য্যেরা মিসরদেশ প্রসিদ্ধ পুতিনিরসন-ক্রিয়া অনবগত ছিলেন না। স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এক ব্রাহ্মণের বিবরণ আছে, যিনি স্বকীয় জননীর মৃত শরীরকে সেতুবন্ধরামেশ্বরহইতে কাশীধামে নয়ন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে তিনি প্রথমতঃ সেই মৃতশরীরকে পঞ্চগব্যে ধৌত করেন, পরে যক্ষকর্দ্দম দ্বারা অনু-লেপিত করিয়া উপর্য্যুপরি নেত্রবস্ত্র, পট্টাম্বর, সুরস বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠা, এবং নৈপাল কম্বলদ্বারা পরিবৃত করিয়া এক তাম্রসম্পুট মধ্যে রক্ষা করেন। Wilson's Vishnu Puran.

মিত্রের পরামর্শে সম্মত হইয়া শিরোধ্বজ নিকেতনে গমন করিলেন, এবং বাহুবলে সেই দুর্ভেদ্য সুদৃঢ়কোদণ্ডকে খণ্ড ২ করিয়া সমস্ত মিথিলাকে চমৎকৃত করিলেন। শিরোধ্বজের কন্যা সম্প্রদানের কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না; কেবল অযোধ্যা হইতে দশরথকে আনয়নের অপেক্ষা থাকিল। দশরথ দুত প্রমুখাৎ পুত্রের অতুল কীর্ত্তিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং অনতি-চিরকাল মধ্যে মিথিলা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তদনন্তর অতি সমারোহ পূর্ব্বক বৈদিক বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন হইল; তদনন্তর দশরথ স্বীয় রাজ-পাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথি মধ্যে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হইবার যে প্রসঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে, শ্রীরামের যশঃ প্রচারদ্বারা পরশুরামের কীর্ত্তি ম্লান হওয়াই তাহার তাৎপর্য্য হইতে পারে।

—00—

কিয়ৎকালানন্তর, দশরথ রাজ্যশাসনে আপনার অক্ষ-মতা বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইলেন; এবং উপযুক্ত পুত্র রামের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে মানস করিলেন। ঈদৃশ প্রস্তাব প্রজাবর্গের পক্ষে মহানন্দকর হইল। তাহারা দশরথের রাজত্বকালে নিরু-পদ্রব নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সহিত কদাপি কালযাপন করিতে পায় নাই; কেবল দেশের সুকঠিন নিয়ম প্রযুক্ত অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। পরে এখন, যখন দশরথ স্বয়ং রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে

প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাহারদের অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ দশরথ আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবা মাত্রেই রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইল, অযোধ্যাবাসি লোকসকল হর্ষমদে মত্ত হইল, এবং নূতন রাজাহইতে স্বদেশের সৌভাগ্যোন্নতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র্য গতি! প্রজাসকল যদ্রূপ সহর্ষচিত্ত ছিল, অত্যল্পকালমধ্যে তদপেক্ষা চতুর্গুণ গভীর বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। যিনি এক পৃথিবীপূজ্য রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে নিবিড় নির্জন কানন মধ্যে নির্যাত হইতে হইল! এই মহাপরিবর্ত্তনের কারণ ব্যক্ত করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত স্বকীয় দ্বিতীয়া মহিষী পাপীয়সী কেকয়ীর অতিশয় বাধ্য ছিলেন। কেকয়ীর কদাপি ইচ্ছা ছিলনা যে তাহার আপনার পুত্র ভরত সত্ত্বে রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। এই হেতুক রামের অভিষেকের পূর্ব্বদিবসে সে হীনবুদ্ধি বৃদ্ধ রাজাকে সত্যবদ্ধ করিয়া আত্মঅভিলাষ প্রকাশ করিল*। দশরথ তাহা

---

* কথিত আছে, দশরথ কোন যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইলে কেকয়ী সেই ক্ষতশোষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্রী হয়; এইরূপ ইঙ্গলণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌বার্ডর শরীর মুসলমান্‌দের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইলে তাঁহার পত্নী ইলিঅনোরা উপরোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। এসকল কেবল গল্প মাত্র।

শ্রবণ করিয়া বজ্রাঘাতপ্রাপ্তবৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন; এবং পিতাকে সেই আনন্দকর-দিবসে সাতিশয় বিষাদান্বিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেকয়ী তাঁহাকে স্পষ্টরূপে কহিল যে তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়া বনে গমন করিলেই সকল বিষয় সুস্থির হয়। বিমাতার হৃদয় এমত কঠিন—তাঁহার বাক্য এমত নিষ্ঠুর হওয়া কোনমতে আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র খিন্ন হইলেন না। প্রত্যুত, অরণ্যগমনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে বনোপযোগিবস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং গুরুতর ব্যক্তিবর্গের নিকট বিদায় লইয়া অরণ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পতিপ্রাণাভার্য্যা ও সর্ব্বদানুগত অনুজ লক্ষ্মণকে কেহই ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেক না; তাঁহারা রামচন্দ্রের পশ্চাদ্গামী হইলেন। ধৈর্য্য ও পিতৃভক্তির কি অসাধারণ উদাহরণস্থল! বিশেষ বিশেষ কার্য্যার্থে অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকে নিরুপায় হইয়া তাহা সহ্য করিয়াছেন; রামচন্দ্রের বিষয় তাদৃশ নহে; রাজ্য লাভে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার—সম্পূর্ণ ক্ষমতা—সম্পূর্ণ উপায় ছিল; রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁহার অনুকূল ছিল; কিন্তু তথাপি পিত্রাজ্ঞাপালন তিনি এরূপ কর্ত্তব্য জানিতেন, যে তন্নিমিত্ত এক অতুলবিভবসম্পন্ন রাজ্যকেও তৃণজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন। তৎকালে,অযোধ্যানগরীতে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল; পূর্ব্বকার আনন্দ

কোলাহল ক্রন্দনে পরিণত হইল; সমস্ততঃ হাহাকার ধ্বনিমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল। রাজাদশরথ এই সমস্ত বিভ্রাটের মধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।

যৎকালে অযোধ্যায় এইসকল মহোৎপাত উপস্থিত হয়, তখন ভরত পঞ্চনদান্তর্গত কৈকয়দেশে মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন; তিনি উপরোক্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ ও জানিতেন না। তৎপরে অযোধ্যাহইতে প্রেরিত দূত প্রমুখাৎ তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং শ্রবণ করিয়া যে প্রকার কাতর হইলেন, তাহা কথনাতীত। তিনি পাষাণহৃদয়া কেকয়ীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র তদ্রূপ ছিল না; এই সকল শোক জনক বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ প্রবিষ্ট হইল। তিনি সত্বরে অযোধ্যায় আগমন করিলেন; এবং দশরথের অভিরক্ষিত মৃতশরীরের সৎকার পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজ্যভোগে তাঁহার স্পৃহামাত্র জন্মিল না; তিনি ধর্ম্মানুরোধে স্বীয় গর্ভধারিণীর বাক্য তুচ্ছীকৃত করিয়া রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়নার্থ সপরিবারে অরণ্যমধ্যে যাত্রা করিলেন।

বন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকুট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হইল। ভরত শ্রীরামকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নার্থ বহুবিধ অনুনয় করিলেন; কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। এ প্রযুক্ত ভরতকে অগত্যা স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইল; কিন্তু রাজ্যভোগে স্পৃহাশূন্যতা হেতু রাজসিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা

স্থাপন করিয়া আপনি মন্ত্রিবৎ ব্যবহারে নন্দিগ্রাম নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

——oo——

এদিকে, রামচন্দ্র কিয়ৎকাল পরেই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বিস্তারিত দেশ তখন অতিশয় অসভ্য ছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল আর্য্যঋষিদিগের এক একটি আশ্রম দৃষ্ট হইত। অরণ্য মধ্যে রামের নানা ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তন্মধ্যে অগস্ত্য সন্দর্শনই প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। অগস্ত্যমুনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, এবং তথায় সভ্যতা প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্যাকরণ, এবং চিকিৎসাদি শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মত ছিল, তাহা অদ্যাপি দ্রবিড় দেশীয় বিবিধ গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে। * কিন্তু রামায়ণে প্রাপ্ত হইতেছে যে গোদাবরী নদীর দ্বাদশযোজন উত্তরে তাঁহার আশ্রম স্থিত ছিল। এমতও হইতে পারে যে তিনি দ্রবিড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সময়ে বাল্মীকোক্ত স্থানেই বসতি করিতেছিলেন। রাম অগস্ত্যাশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিবিড় জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশের ইচ্ছা হইবাতে অগস্ত্য গোদাবরী তীরস্থ পঞ্চবটীবনে বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। পঞ্চবটী অতি রমণীয় স্থান বলিয়া বাল্মীকি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; তথায় রামচন্দ্রের স্বভাবতঃ অধিবাস করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল।

* তত্ত্ববোধিনী ৫৬ সংখ্যা এবং Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. I. p. 299.

তিনি রাজ্যভোগের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখানে নিরন্তর স্বভাবের সুচারুশোভা বিলোকন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ত্তা পরমদয়াময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। বিশ্বের চিত্তাকর্ষকগুণ অনিবার্য্য; মনুষ্যের কার্য্যের প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলে যেমন সকল কৌশল এক কালে প্রতীত হয়, জগদীশ্বরের কার্য্যের ভাব তদ্রূপ নহে; তাহা যত দেখা যায়, ততই নূতন নূতন কৌশল, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। ইহাতে রামচন্দ্রের ন্যায় মহদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তি এই মনোহর স্বভাবোদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করিয়া যে সাংসারিকদুঃখ বিস্মৃত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ তিনি এখানে বহুকাল অধিবাস করিলেন। কিন্তু এক মহতী ঘটনা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আসিল।

পূর্ব্বোক্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ নৃপতির শূর্পনখা নাম্নী ভগিনী দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিত। রাজার সহোদরা হইয়া তাহার অরণ্যবাসের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি। এরূপ বর্ণনা আছে যে রাবণ দাক্ষিণাত্যমধ্যে খর ও দূষণ নামক সেনাধ্যক্ষ দ্বয়ের অধীনে কতক গুলীন সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; শূর্পনখা তাহারদের সহিত বাস করিত। যাহা হউক, একদা সেই দুষ্টাচারিণী দুষ্টাভিপ্রায়ে রামচন্দ্রের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিল; রাম তাহাতে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সে লক্ষ্মণের কুটীরে গমন করিল; একে

লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ অতীব উগ্র ছিলেন, তাহাতে যখন শূর্পণখার আগমন তাৎপর্য্য অবগত হইলেন, তখন ক্রোধে এককালে অধৈর্য্য হইয়া তাহার নাসিকা কর্ণ-চ্ছেদ করিলেন। নিতান্ত অপ্রতিভা অবমানিতা হইয়া শূর্পণখা পলায়ন করিল, এবং সাধ্যানুসারে আত্মাপরাধ গোপন পূর্ব্বক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের দোষ দিয়া খর দূষণকে অবশিষ্ট সমস্তব্যাপার অবগত করিল। খর ও দূষণ, রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয়। তখন শূর্পণখা নিতান্ত নিরুপায় প্রযুক্ত লঙ্কায় গমন করিয়া অভিমানভরে সমস্ত বৃত্তান্ত রাবণের গোচর করিল। কিজানি, এক অরণ্যবাসি জটাবল্কলধারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজার উৎসাহ না হয়, এই জন্য সে বিশেষ রূপে সীতার রূপবর্ণন করিয়া কহিলেক যে তাহাকে অনায়াসে আনয়ন করা যাইতে পারে। রাবণ অত্যন্ত কামাসক্ত ছিল; সীতার রূপযৌবনের পরিচয় পাইবাতে তাহার কামাগ্নিশিখা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। রমণীগণ দ্বারা রাবণের অন্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তাহার কামবৃত্তি চরি-তার্থ হয় নাই; সে পুরাতনে বিরক্ত হইয়া নিরন্তর নূতন বিষয়োপভোগে যত্নশীল থাকিত। সেই দুরাত্মা সীতাকে হরণ করিতে মনস্থ করিয়া অন্যের প্রতি ভারার্পণ করিতে সাহসী হইল না; নিজেই জনকতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিল। এক সময়ে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ মৃগয়ানুসরণক্রমে কুটীরে অনুপস্থিত ছিলেন; রাবণ সেই অবকাশে সীতাকে হরণপূর্ব্বক লঙ্কায় নয়ন করিল, এবং তাঁহাকে অশোক

বনিকানামক আরামে রক্ষা করিল। রাবণের ভুয়সী চেষ্টাদ্বারাও সেই পতিপ্রাণারমণী বিপথগামিনী হইলেন না; তিনি মৃতপ্রায় হইয়া অশোকবনিকাতে অবস্থিতি করিলেন।

[এস্থলে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, রামচন্দ্র ভারতবর্ষকে যে পরহস্ত হইতে মুক্ত করেন, এই সময়েই তাহার সুত্রপাত হয়। লক্ষ্মণ, শূর্পণখার বিরূপীকরণ করিলেন, রামচন্দ্র সেই কার্য্যের দোষাপহারের চেষ্টামাত্র করিলেন না; ইহাতেই অনুমান হইতেছে যে রামের অনুমতি ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হইলেও তিনি বিরক্ত হয়েন নাই। তজ্জন্য তিনি কি আততায়িরূপে গণ্য হইবেন? কদাপি নহে। দাক্ষিণাত্যে রাবণের অধিকার হেতু প্রজাদের কিছুমাত্র মঙ্গল ছিলনা; বরঞ্চ তাহারা পুর্ব্বোল্লিখিত রাবণের সৈন্যগণ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বদাই অত্যাচরিত হইত; বাল্মীকি লেখেন,

" বনমধ্যে বনচর গণসহ বাস।
মায়ারূপে রক্ষোগণ দেখাইল ত্রাস॥
আসিলেন ঋষিগণ শ্রীরাম সদনে।
সকলে শরণাপন্ন সরোজলোচনে॥"

এতদ্দ্বারা এককালে প্রতীত হইতেছে যে প্রজারা রাবণের প্রতি বেমত অসন্তুষ্ট ছিল, রামের উদারস্বভাব ও শূরত্ব নিমিত্তে তাঁহার প্রতি তদ্রূপ প্রীতি করিত; এই কারণেই রামচন্দ্র কোনসূত্রে রাবণের সহিত বিরোধ

সংঘটন আহ্লাদ বলিয়া মানিতেন। ইহা সত্য বটে যে শূর্পণখার নাসিকাকর্ণচ্ছেদ ব্যতীত যুদ্ধের সূত্রপাত করিবার আর ও ব্যপদেশ অপ্রাপ্য ছিল না; কিন্তু লক্ষ্মণ যখন পাপীয়সী শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আর উপায়ান্তর কি? রামচন্দ্র তৎকালে দাক্ষিণাত্য লোকদের সম্পূর্ণ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; খর ও দূষণের সহিত যুদ্ধ সময়ে প্রজারা যে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করে, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। এই সকল কথায় তখন আরও দৃঢ়তর প্রতীতি হয়, যখন স্মরণ করা যায় যে রাবণ সীতাহরণ কালে প্রকাশ্য রূপে আসিতে পারে নাই; রামচন্দ্র তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে রাবণের নিতান্ত অসরল উপায় অবলম্বন করিবার কি প্রয়োজন ছিল?]

এখানে, রামচন্দ্র মৃগয়াহইতে প্রত্যাবর্ত্তন পুরঃসর প্রিয়তমাভার্য্যার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইয়া যাদৃশ ব্যাকুলচিত্ত হইলেন, তাহা বর্ণনাপেক্ষা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। যে স্ত্রী সৌভাগ্যকালে স্বামির চিত্তমোদনার্থ সম্যক্‌প্রযত্নে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছে, যে স্ত্রী পতির বনবাস কালে অনুগমন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে নাই; যে স্ত্রী অরণ্যের কণ্টকময় পথ, পর্য্যটনের দুঃসহ শ্রম, সূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভৃতি বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াও পতির মুখপদ্ম বিলোকন পুর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল থাকিত;—তাহার সহিত বিচ্ছেদ এক জন অপহারি কর্ত্তৃক বলের সহিত তাহার অপহৃত হওয়া;—ইহার অপেক্ষা দুঃসহ দুঃখ আর কি হইতে

পারে? বস্তুতঃ কবিরা যখন বর্ণনা করেন যে রামচন্দ্র এই সময়ে চন্দ্রকে সূর্য্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা একপ্রকার যথার্থ বর্ণনাই করিয়াছেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণসহ কাতরান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কি উপায়ে সীতার উদ্ধার করা যাইবে, এই চিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক রহিল।

——oo——

এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারদের সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালি নৃপতির কনিষ্ঠসহোদর ছিলেন; কিন্তু বালিরাজা তাঁহাকে কোন কারণ বশতঃ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করাতে তিনি কতিপয় অনুগত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ যথেষ্ট মঙ্গলের হেতু হইল; কারণ প্রত্যেকেরই অন্যতরের সাহায্য আবশ্যক ছিল; রামচন্দ্র সেই অবস্থায় রাবণের নিকট হইতে সীতার উদ্ধার করিতে পারিতেন না, এবং সুগ্রীব ও জনকতিপয় অসভ্য লোক সহকারে রাজ্যাংশ গ্রহণে সমর্থ ছিলেন না। বিশেষতঃ সুগ্রীব যুদ্ধবিদ্যায় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিপুণতার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সুখী হইলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যদেশ অতিশয় অসভ্য ছিল; লোকসকল সমরকার্য্যাদির পারিপাট্য কিছুই জানিত না; সুতরাং ইহাতে সংগ্রামকুশল শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য প্রত্যাশায়

সুগ্রীব যে আহ্লাদিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, সুগ্রীবের আশা শীঘ্রই সফলা হইল; যেহেতু রামচন্দ্র বালিকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে রাম অতি অন্যায় রূপে বালির প্রাণবধ করেন; তিনি বালির অজ্ঞাতসারে নিভৃত স্থল হইতে তাহাকে শরবিদ্ধ করেন। এই একটি কুকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

সুগ্রীব যথাকালে কিষ্কিন্ধ্যার রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন; এবং আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে সীতার অন্বেষণার্থ ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদ, হনুমান্, এবং অপরাপর ব্যক্তিকে প্রস্থাপন করিলেন।

——oo——

বোধ হয়, উত্তরকালের ন্যায় তৎসময়েও লঙ্কাদ্বীপে দাক্ষিণাত্যলোকের গতিবিধি ছিল; কারণ হনুমান্ অনায়াসে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক সীতার অনুসন্ধান করিয়া আসিলেন, এরূপ আখ্যান আছে। হনুমান্ সীতার চরিত্রকে বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তর পতিভক্তির পরিচয় পাইলেন; এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ভার্য্যার পতিনিষ্ঠার সম্বাদ পাইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য শ্রীরামের উৎসাহ চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে সমুদ্রোপরি এক সেতুবন্ধন পূর্ব্বক রাম

সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হয়েন ; একথার যুক্তিসিদ্ধতা পাঠকবর্গেই বিবেচনা করিবেন*। যে প্রকারে হউক, তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং সীতার উদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাবণ স্বকীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণের অত্যন্ত অবমান করিল। বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ;† রাবণ, রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ করে, ইহাতে তাঁহার মত ছিল না। তিনি রাবণকে সীতাপ্রদানের নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন ; বিশেষতঃ এক্ষণে কহিলেন লঙ্কাদ্বীপ আক্রান্ত হইয়াছে ; এই সময় সীতাকে প্রদান করিলে উত্তম হয়। কিন্তু রাবণ ঈদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়াছিল, যে সে পদাঘাত পূর্ব্বক নিরপরাধি বিভীষণের অপমান করিল। বিভীষণ রাবণের সভা-

---

* লঙ্কাদ্বীপ এক্ষণে কন্যাকুমারী হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ অন্তর। কিন্তু এমত প্রমাণ আছে যে পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপ অধিক প্রসারিত ছিল (Knighton's History of Ceylon) ; সুতরাং পূর্ব্বে তাহার অপেক্ষাকৃত ভারতবর্ষের নিকটে থাকা অসম্ভব নহে। যদি জর্কশেসের হেলেস্পণ্ট সাগরে সেতুবন্ধন ও সিকন্দরের টায়রনগর আক্রমণ করিবার সময় সাগরবন্ধনের কথা সত্য হয়, তবে রামচন্দ্রের বিষয়ে তাহা সত্য না হইবে কেন?

† কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তিদিগকে কবিরা অমর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; বিভীষণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এতদ্দেশীয়েরা ভ্রান্তির সহিত বিবেচনা করেন যে তাঁহারদের প্রাকৃতিক মৃত্যু নাই।

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তখনই তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাবণ সবংশে ধ্বংস হইবে,—লঙ্কাপুরী উচ্ছিন্ন যাইবে—সীতার উদ্ধার হইবে—রামের ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কে সুগ্রীবের সহিত মিলন করাইল? কে সৈন্য সংগ্রহ করাইল? কে তাহারদিগকে এক বানপ্রস্থের পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিল? রামচন্দ্র দেখিলেন, সমস্তই সৌভাগ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে।

রাবণ চরদ্বারা রামচন্দ্রের সৈন্যের সংখ্যাদি জানিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। সে একাদি ক্রমে ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশির মহাপার্শ্ব, এবং অতিকায়* প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিল; কিন্তু রণস্থল হইতে কাহাকেও গৃহে প্রতিগমন করিতে হইল না। তদনন্তর রাবণের পুত্র মেঘনাদ* রামচন্দ্রের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিল; তাহাতে রামের সৈন্যেরা অভিভূত হয়। অনতিবিলম্বে সেই আঘাত হইতে মুক্ত হইয়া সেনারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাবণের প্রেরিত কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, মেঘনাদ, বিরূপাক্ষ,* প্রভৃতি সৈনাধ্যক্ষদিগকে নিপাত করিল। অতঃপর রাবণ স্বয়ং রণক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করাতে লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন; নিতান্ত সৌভাগ্যবলে পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

---

* এই সকল প্রকৃত কিম্বা বাল্মীকির রচিত নাম, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

তখন, লঙ্কায় আর সেনাপতি ছিল না; একমাত্র রাবণ অবশিষ্ট ছিল। এস্থলে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত স্বভাবতঃ স্মরণ হইতেছে। রোমানদিগের শ্যেনপক্ষী বহুদূর উড্ডীয়মান্ ছিল; কিন্তু পতনের সময় তাঁহারা কতিপয় অসভ্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েন। লঙ্কাধিবাসিদের পক্ষেও অবিকল এইরূপ ঘটিল; যেহেতুক অসভ্য দাক্ষিণাত্য লোকের সহিত তাহারদের অবস্থা তুলনা করিলে তাহা গরীয়সীই বোধ হইবে। এমত জনশ্রুতি আছে, এবং রামায়ণপাঠেও প্রতীত হয় যে শিল্পবিদ্যা বিষয়ে লঙ্কাদ্বীপ সমধিক উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; স্বয়ং রাবণ ইদানীন্তন ইউরোপীয় কোন লেখক কর্ত্তৃক "লঙ্কার আর্কিমেডিস্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জাতিধর্ম্ম রক্ষার প্রতি শিল্পবিদ্যা অতি অল্পই আনুকূল্য করে; মানবসমাজ নীতিচ্যুত ও পরিভ্রষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয়। লঙ্কাদ্বীপে যদ্রূপ শিল্পবিদ্যার প্রাচুর্য্য ছিল, লোকসকল ততোধিক ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়। ইহার ফলও তাহারা অচিরাৎ প্রাপ্ত হইল।

রাবণ স্বরাজ্য বীরশূন্য দেখিয়া পরিশেষ স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিল। এই যাত্রা হইতে তাঁহাকে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সংগ্রাম ঘোরতররূপে সম্পাদিত হয়; কিন্তু চরমে রাবণ রামশরে সমরশয্যাশায়ী হইল। বিধাতার কি আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধ! রাবণ সৈন্য বলাদিবিষয়ে রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পাপদোষে কালের গ্রাসে পতিত হইল। ভারতবর্ষীয়

লোকেরা পারতন্ত্র্যরূপ দুর্ব্বিষহক্লেশ হইতে এত দিনে মুক্ত হইলেন। লঙ্কার ইতিহাসানুসারে বিক্রমাদিত্য সম্বতের ২৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়।

এখন, শ্রীরামচন্দ্র অভিপ্রেতার্থ সম্পাদন পূর্ব্বক বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। এবং সীতাকে অশোকবনিকা হইতে আনয়ন করিলেন। সীতা প্রায় দশমাস কাল লঙ্কায় অবস্থিতিদ্বারা এবং পতিবিরহ বেদনায় যাতনাগ্রস্তা হইয়া বিবর্ণা বিশীর্ণা হইয়াছিলেন; রামচন্দ্র নানাবিধ পরীক্ষা* পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে, শ্রীরাম চতুর্দ্দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত অরণ্যে বাস-পূর্ব্বক হৃতপত্নীর এবং হৃতস্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়া পিত্রাজ্ঞা পালন করিলেন; এখন দেশে প্রতিগমন-বাসনাপরবশ হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ভরত রাজ্যসহ অকপট আহ্লাদসহকারে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিলেন। পরে সকলেই অযোধ্যাপুরীতে গমন করিলেন।

——oo——

রামচন্দ্রে যথাসময়ে সমারোহের সহিত অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উপ্থিত হইলেন; এবং ভরতকে যৌব-রাজ্য প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ রামসহ অরণ্য মধ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করাতে রামের সমধিক বিজ্ঞতা প্রকাশ

---

* অগ্নিপরীক্ষার অর্থ কঠিন পরীক্ষা।

পাইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ এক প্রকার নিঃশত্রু হইয়াছিল।

এই সময়ে অঙ্গরাজ্যে রোমপাদ, মিথিলায় জনক, কাশী প্রদেশে কুশধ্বজ, এবং বৈশালী পুরীতে সুমতি নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তৎকালে আরও অনেক রাজা বিদ্যমান্ ছিলেন; কিন্তু সকলেই রামচন্দ্রের সম্মান করিতেন।

আর্য্য লোকেরা তখন সভ্যতার এক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্য নিরূপণ, এবং বর্ণসঙ্করোৎপত্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল। শ্রীরামের পূর্ব্বে বেদসংহিতার অধিক ভাগ রচিত হয়, এবং তাঁহার সময়ে কাব্য রচনার ও সূত্রপাত হয়। বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইয়াছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু বাণিজ্যের অনুরোধে লোকে নানা দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিত। তখন অনেক লোক শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। বণিকদের বিদূরদেশে যাতায়াত প্রযুক্ত আর্য্যেরা পূর্ব্বে চীন, উত্তরে তাতার, ও পশ্চিমে পারসীকাদি দেশের বিষয় অবগত ছিলেন। রাজ্য মধ্যে ভদ্রলোকদের সুরম্য অট্টালকে নিবাস, উপাদেয় মিষ্টান্নাদি অভ্যবহার, সুচারু পট্টজ ও ঊর্ণজবস্ত্র পরিধান, সুখালয় আরাম মধ্যে অবস্থান, এবং নানা যান বাহনে গতিবিধি ছিল। নগরে ও নানা প্রদেশে রাজবর্ত্ম ও সেতু সকল প্রস্তুত ছিল। শান্তিরক্ষা ও বিচার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত ছিল। নগর সকল লোকের কলরব দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এই সমস্ত

সভ্যতার বিলক্ষণ চিহ্ন বটে*। স্বয়ং রামচন্দ্র যে রাজ্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন, তাহা সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে†।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে রামচন্দ্র বহুকাল নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই লোকে তাঁহার অপবাদ উত্থাপন করিল:—সীতা দশমাস কাল রাবণগৃহে বাস করেন, কি বিচারে তিনি গ্রহণযোগ্যা হইতে পারেন? এরূপ বাক্য রামের কর্ণ গোচর হইল। আর তিনি নির্ম্মল দম্পতিপ্রেমজনিত সুখসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; উপরোক্ত বাক্য সর্পবৎ তাঁহাকে দংশন করিল। তিনি সীতাকে বিবাসিতা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং বাস্তবিকও তাহা সম্পাদন করিলেন। সীতা দেবী তমসাতীরস্থ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে প্রেরিতা হইলেন। সীতা তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন, এজন্য অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিতে হইল। তিনি কিছু কাল বাল্মীকাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া কুশী ও লব নামক যমজ পুত্র দ্বয় প্রসব করিলেন।

সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়া কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই

---

* দাক্ষিণাত্যে রামটঙ্ক নামক কতকগুলীন টাকা প্রচলিত আছে; দেশীয়েরা তাহা শ্রীরামের মুদ্রিত বলিয়া থাকে; ফলতঃ সেই বাক্য সত্য নহে।

† Heeren's Historical Researches; Indians.

মহামন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবহারসিদ্ধ ছিল। যজ্ঞ সম্পন্ন করণার্থ ভারতবর্ষের আর আর নৃপতি আহূত হইলেন; তাঁহারা উপহার দ্রব্য সহিত অযোধ্যায় আগমন করিলেন। ঋষিদিগেরও সমাগম হইল।

যজ্ঞাহূত ঋষিদের মধ্যে কুশী ও লব সমভিব্যাহারে মহাত্মা বাল্মীকিও আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পর কুশীলব বাল্মীকিকৃত রামায়ণের গান করিলেন; তৎশ্রবণে লোক সকল মোহিত হইল, অনেকের বক্ষদেশ অশ্রুধারা দ্বারা সিক্ত হইল, সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিল। সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র, কুশী ও লবের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে আত্মজ জানিয়া সুখী হইলেন। তখন সীতাকে পুনরানয়নের মানস হইল। তদভিপ্রায়ে বাল্মীকি মুনি কতিপয় লোকসহ স্বকীয় আশ্রমে প্রস্থাপিত হইলেন, এবং যথাকালে সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় পুনরাগত হইলেন। রাম তখন সমস্ত লোককে কহিলেন, তোমরা যথেচ্ছা জানকীর পরীক্ষা কর, তোমাদের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু জানকী পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার কথা শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে নিতান্ত কাতরান্বিতা হইলেন; তাঁহার আত্মা পরলোকসঞ্চিতদিব্যসুখ লাভার্থে ব্যগ্র হইয়া উঠিল; এবং তিনি আত্মঘাত পূর্ব্বক এক কালে ইহলোকজনিত প্রভূত দুঃখরাশির শেষ করিলেন। হা! তিনি কেবল দুঃখভার বহনার্থ মর্ত্ত্যলোকে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে তিতিক্ষার কি পরমাদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রতীত হইতেছে! তিনি পরিশেষে আত্মঘাত করিলেন বটে,

কিন্তু জীবৎমানে যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন, তাহা বাক্-পথাতীত। রাজার নন্দিনী—রাজার সহধর্ম্মিণী হইয়া তিনি কোন্ দুঃখ অপরাজিতচিত্তে বহন না করিয়াছেন? চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অরণ্যের বিজাতীয় দুর্ব্বিষহ ক্লেশ সহ্য করা, পরপুরুষকর্ত্তৃক বলের সহিত পরিগৃহীত হইয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করা, কিয়ৎকাল ইহলোক সুলভ সুখাস্বাদন করিতে না করিতেই বিনাপরাধে আবার প্রিয়তম স্বামি কর্ত্তৃক বিবাসিতা হওয়া, পতিবিরহানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী বৎ আচরণ করিয়া কাল যাপন করা, বহুলোক সমাকীর্ণ সভাতে সতীত্ব বিষয়ে পরীক্ষণীয় হওয়া; কোন সুশীলা রাজকুমারীর পক্ষে অবশ্য দুঃসহ দুঃখকর—অবশ্য অতীব লজ্জার বিষয়। তদীয় দুঃখরাশী স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়—নয়ননীরে শরীর পরিপ্লাবিত হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ক্ষণ কালের নিমিত্তেও আর শান্তি রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকেও আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইল না। নানাবিধ মনঃপীড়া দ্বারা তাঁহার দৈহিক প্রকৃতি সম্যক্ দুর্ব্বল হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল পরেই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহার মৃত্যু হেতু বিলাপ করিতে লাগিল।

——oo——

শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘকায়, পূর্ণাবয়ব, ঈষৎশ্যামবর্ণবিশিষ্ট, এবং যৌবনাবস্থায় সম্পূর্ণ দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিলেন। বাল্য-

কালে যাবতীয় কার্য্যে দৈহিকসামর্থ্য প্রকাশ করেন, তাহা কবিগণ দ্বারা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় মুখশ্রী সামান্য প্রশংসনীয়া ছিল না; কিন্তু রমণীয় মানসিকগুণগ্রামাধিকারিতা প্রযুক্ত তাঁহার চরিত্র সমধিক উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়। এক প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা তিনি অপরের স্বভাব এবং চরিত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন, এবং আত্মদোষগুণ দর্শনেও অক্ষম ছিলেন না। স্বভাবতঃ সরলচিত্ত, সুশীল, ও প্রিয়ভাষী হইয়া বাধিত না করিতে পারিতেন, এমত মনুষ্য ছিলনা। তাঁহার ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণ তেজস্বিনী ছিল; জীবনের প্রায় চতুর্থভাগ পিত্রাজ্ঞা পালনে ক্ষেপ করিয়া তিনি তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুহ চণ্ডালের সহ তাঁহার মিত্রতা বিষয়ে যে প্রসঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে তিনি বংশমর্য্যাদা গ্রাহ্য করিতেন না, প্রত্যুত গুণানুসারে লোকের সমাদর করিতেন। যে কোন অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যায়, কি গৃহ, কি অরণ্য, কি রণক্ষেত্র, কি রাজসিংহাসন, সর্ব্বত্রে সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে তিনি আপনার ঔদার্য্যগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটি "কুলপাবন সৎপুত্র," প্রাণ প্রতিমপতি, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর, সুখবর্দ্ধনকারি মিত্র, স্নেহময়পিতা, অতুলবলযোদ্ধা, অপক্ষপাতি ন্যায়বান্ রাজা, এবং দীনজন সমূহের অদ্বিতীয় প্রতিপালক ছিলেন। তিনি কোন কোন কার্য্যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু সে কেবল মনুষ্য বলিয়াই পড়িয়াছেন। তিনি এক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন, কিন্তু দুই জনকে রাজপদ

প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আর আর অনেক মহদ্‌গুণ ছিল; এবং সমস্ত গুণ অচলা ঈশ্বরনিষ্ঠারূপ অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত ছিল। কিন্তু কোন্ মনঃকল্পিত দেবচরিত্র তাঁহাতে প্রত্যাশা করা আমাদের উচিত নহে।

——oo——
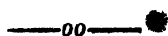
রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তাহাহইতে কি কি সদুপদেশ সঙ্কলিত হইতে পারে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

আমরা রামচন্দ্রের পিতৃভক্তির উত্তম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম ইহা জানিতেন, যে বৃদ্ধাবস্থা সুলভ হতবুদ্ধিতা প্রযুক্ত দশরথ এক দুষ্টা রমণীর কথানুসারে তাঁহাকে রাজ্যাধিকারচ্যুত করেন। কিন্তু কোন আত্মসুখ লাভের বিবেচনা অপেক্ষা তাঁহার পিতৃভক্তির আদেশ গুরুতর জ্ঞান ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে কতদূর কর্ত্তব্য ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন নীতিশাস্ত্রবেত্তা ভিন্ন ভিন্নরূপে বিবেচনা করিতে পারেন। পিতা মাতা যে প্রকার কষ্টে আমারদিগকে লালিত পালিত করেন, তাহাতে আমারদের আত্মসুখ বিষয়ে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিলেও যদি তাঁহাদের সন্তোষ জন্মে, তবে তাহাও কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া কদাপি সন্তানের অমঙ্গল প্রার্থনা করেন না। কিন্তু সৎপুত্র যেমন দুর্লভ, জ্ঞানালোকসম্পন্ন পিতা মাতাও তদ্রূপ। অনেক পুত্রের ন্যায় অনেক পিতা মাতা জ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকেন, তাঁহারা সামা-

ন্যতঃ সন্তানের মঙ্গল উদ্দেশ করিয়াও মন্দ উপায়ের প্রার্থনা করেন। চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারাও সন্তান যদি প্রচুর ধনোপার্জ্জন করে, তথাপি কোন কোন পিতা মাতার বিরাগের বিষয় হয় না; প্রত্যুত কোন শুভকার্য্য সাধনে উদ্যুক্ত হইলেও তাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকেন। এমত স্থলে যিনি সাত্ত্বিক পুরুষ হয়েন, তিনি ধর্ম্মেরই গৌরব রক্ষা করেন; কারণ

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

"পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, পুত্র, দারা, জ্ঞাতি কেহই থাকে না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।" রামচন্দ্র পিতার অনুরোধে আপনার ধর্ম্ম হানি করেন নাই; কিন্তু অতিরিক্তরূপে দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার কার্য্য সম্যক্‌রূপে অনুকরণের অপেক্ষা বরং প্রশংসাযোগ্য বোধ হইতেছে।

জানকী আমারদিগকে স্বামিপরায়ণতার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থই শ্রীরামের প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। দম্পতীপ্রীতি কি মধুর ফল উৎপন্ন করে! প্রীতি থাকিলে বৃক্ষমূল ও সুরম্য গৃহ তুল্য বোধ হয়, এবং নিবিড় কানন ও সুবিস্তৃত রাজ্যোপম হইয়া উঠে। সীতার বস্তুতঃ এই রূপই বোধ ছিল। তিনি সমকালীয়া স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা এই এক লাভ করিয়া গিয়াছেন যে, যে সময় তাহারা কোন প্রশংসনীয় কার্য্য না করিয়া কেবল অভিমানমদে কাল হরণ করিয়াছে, তিনি সেই সময়ে অরণ্য মধ্যে পতি সেবা করিয়া

অবিনশ্বর খ্যাতি সংস্থাপন করিয়াছেন। যত কাল ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে, ততকাল তাঁহার কীর্ত্তিকুসুম সৌরভ বিলুপ্ত হইবে না। বুদ্ধিমতী রমণীরা চিরকাল তাঁহার চরিত্রহইতে সদুপদেশ সংকলন করিতে পারেন।

লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্রও সামান্য নহে। উভয়েই ভ্রাতার উপকারে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক হইয়াও বিষয়ভোগ লালসায় মুগ্ধ হয়েন নাই; তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ ভ্রাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি চমৎকারিণী। তিনি পিতা মাতার দ্বারা রাজ্য গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন; তথাপি ধর্ম্মানুরোধে তাহা গ্রহণ করিলেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি কেবল রাজ্য রক্ষার ভার মাত্র গ্রহণ করিলেন, রামের পাদুকাকে আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং অযোধ্যায় না গিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। ভ্রাতৃস্নেহের এতাদৃশ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।

যেমন কতকগুলীন উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে, তেমন কোন কোন ব্যক্তি পাপের ফলও উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজা দশরথ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে যুবতী পতি হইলে অবশ্যই স্ত্রৈণতা দোষে দুষিত হইতে হয়। স্ত্রীর প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে মনুষ্য স্ত্রৈণ হয় না; কিন্তু কামবৃত্তির প্রবলতা স্ত্রৈণ হইবার কারণ। দশরথ পুত্রকে স্নেহ করিতেন; তথাপি কামাগ্নিপ্রজ্বলিতকারিণী কৈকয়ীর মুখ দর্শন করিলে সকল বিষয় বিস্মৃত হই-

তেন। কৈকয়ীর অনুরোধ অবহেলন করা তাঁহার দুঃসাধ্য ছিল। রাম বনেই যাউক, দুঃখই পাউক, কৈকয়ীর কথা আকর্ণন করিলে সে বিবেচনা মনেতেই স্থান প্রাপ্ত হইত না। ইহার কেমন উপযুক্ত ফল উৎপন্ন হইল! এক সময়ে পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবৎ হইয়া দশরথকে কালের গ্রাসে পাতিত করিলেক।

লঙ্কাধিপতি রাবণ কামপরতন্ত্রতার অপর এক উদাহরণ স্থল। রাম, শূর্পণখার অপমান করিয়াছিলেন; রাবণ তাঁহার পত্নী হরণ ব্যতীত বৈরনির্যাতনের আর অন্য উপায় দেখিতে পাইলেক না। কাম, আমারদিগকে এত বুদ্ধিহীন করিতে সমর্থ হয়!

রামচন্দ্রের ইতিহাসহইতে এইরূপ আরও হিতোপদেশ সংগৃহীত হইতে পারে।

রামচন্দ্র কতকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন?

পৌরাণিক মতে ৮৬৮৯৫৬ বৎসরের ন্যূন নহে; কিন্তু এক্ষণে এরূপ কাল গণনার সময় উঠিয়াগিয়াছে; আটলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা স্মরণে রাখা দূরে থাকুক, তখন মনুষ্যবংশই সৃষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে ইদানীন্তন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদের মত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের গণনানুসারে বিক্রমাদিত্য অব্দের ১৯৭৩ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান্ ছিলেন; কিন্তু উইল্ফোর্ড, বেণ্টলি, এবং টড্ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া জোন্সের সহিত অনৈক্য

হইয়াছেন। উইল্‌ফোর্ডের মতে বিক্রমাদিত্যের ১৩০৪ বৎসর, বেন্টলির মতে ৮৯৪ বৎসর, এবং টডের মতে ১০৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র বিদ্যমান্ ছিলেন। আমরা আপনারা এবিষয়ে কিছু যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি। পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে যে রামচন্দ্রের পর ঊন ত্রিংশ জন রাজা হইলে সূর্য্যবংশে বৃহদ্বল নৃপতি উৎপন্ন হয়েন, তিনি দুর্য্যোধনের সমকালীয় ছিলেন। অতএব রামচন্দ্র ও দুর্য্যোধনের মধ্যে কেবল ঊনত্রিংশ জন রাজার ব্যবধান থাকিতেছে; প্রত্যেক রাজত্বে গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে ৭২৫ বৎসর হয়*; এতদনুসারে দুর্য্যোধনের ৭২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। পুরাণের মতে দুর্য্যোধন বিক্রমাদিত্যের প্রায় ১৮৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান্ ছিলেন; তাহার সহিত ৭২৫ বৎসর যোগ করিলে ২৫৮৪ বৎসর হয়। সৈংহলপুরাবৃত্তানুসারে বিক্রমাদিত্যের ২৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়। যাহা হউক, দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে সহস্র বৎসরের মধ্যেই যে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাহার প্রতি সংশয় হইতে পারে না।

---

* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ২২॥০ বৎসর রাজত্বের মধ্যম সময় বলিয়া ধৃত করেন।

রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ।

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ। রামচন্দ্রের জীবন-চরিত বিষয়ে যাবতীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে, বাল্মীকীয় রামায়ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ কিয়ৎ-পরিমাণে বাল্মীকি হইতেও প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম আমারদের এত পরিচিত হইত না। আমার সমীপস্থ মূল রামায়ণে একটি পত্রের পার্শ্বে উৎকৃষ্ট ভাবার্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ শ্লোকটি দৃষ্ট হইল:—

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামায়ণমহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী॥

রামায়ণ চতুর্ব্বিংশসহস্র শ্লোকাত্মক, ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা এক কাব্যগুণাশ্রয় গ্রন্থ; রচনা সর্ব্বত্র সরল, ও স্থানে স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিদিত করিয়াছেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার উত্থাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাহাতে তাঁহার জ্ঞানসীমা

প্রকাশ করা হইয়াছে বটে। সুগ্রীবের বানরদিগকে দিগ্বিজয় নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি আপনার ভুগোল-বিদ্যার পারদর্শিতা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন; এবং সর্ব্বপ্রথমতঃ কাব্য রচনা করাতে 'আদিকবি' বলিয়া [illegible]খ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত [illegible]ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

কালীদাসকৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালীদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ ঊনবিংশতি সর্গাত্মক মহাকাব্য; তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত কহিয়াছেন "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কালীদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে এক জন ছিলেন; সুতরাং ঊনবিংশতি শতবর্ষ পুর্ব্বে প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। বেণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

মহানাটক, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের মতে হনুমান কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের

প্রাদুর্ভাব কালে কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬১২ শ্লোকাত্মক। তাহার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য, ভট্টনাগক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বীরচরিত, ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তমশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

অদ্ভুতরামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার রামায়ণের পূর্ব্বে যে 'অদ্ভুত' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত।

অধ্যাত্মরামায়ণ। নীতিধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন; তাহা শিবপার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্মের শ্লোক সংখ্যা ৫২০০।

বাশিষ্ঠরামায়ণ। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে; বেদান্তদর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গমকরাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। যদি তিনি এক উপযুক্ত বিষয়ে

লেখনীকে চালনা করিতেন, তবে সৎকবিদের মধ্যে অবশ্য গণনীয় হইতেন।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ; এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র, ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস ব্রজভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকুট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরীপতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি স্বকীয় ৩১ বর্ষ বয়সে [১৬৩১ সম্বতে] বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

আমারদের দেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গলাপরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার রচনা উত্তম নহে, কিন্তু তিনি নিতান্ত কবিত্বশক্তিশূন্য ছিলেন না। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আক্ষেপের বিষয় যে আমরা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষমধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান্ দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকন নামক এক ব্যক্তি প্ররামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; প্ররাম ও তাঁহার ভ্রাতা প্রলাক্ তোৎসকনকে বিনাশপূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম রামকিউন্।

সলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে: বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয়েন। এখানকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্ত কাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড এক খানি পৃথক্ গ্রন্থ; তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহুদূর দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

——শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব; তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা; Asiatic Researches; Journal of the Indian Archipelago; Craufurd's Researches. &c. &c.

. পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্বাদপত্রে বাল্মীকির গদ্য অনুবাদ আরব্ধ হইয়াছে। এবং সম্প্রতি মহারাজা মহতাপচন্দ্র বাহাদুরের প্রতিপোষকতায় বাল্মীকীয় আদিকাণ্ডের বাঙ্গলাপদ্য অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থহইতে আমরা কতিপয় পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

অভিধান।

অত্যুক্তি—(Hyperbole.) স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন।

আর্য্য—হিন্দুজাতি।

তাম্রসম্পুট—(Coffin.) তাম্রনির্ম্মিত বাক্স।

নেত্রবস্ত্র—সূক্ষ্মবস্ত্র

পূতিনিরসনক্রিয়া—(Embalming.) মৃতশরীরের শটিত না হইবার উপায়।

মঞ্জিষ্ঠা—(Rubia Manjith.) রক্তবর্ণ লতা বিশেষ।

যক্ষকর্দম—কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন, এবং কক্কোল মিশ্রিত পদার্থ।

সরসবস্ত্র—বল্কলবস্ত্র।